দৈনিক ইত্তেফাক

31 JUL 1987

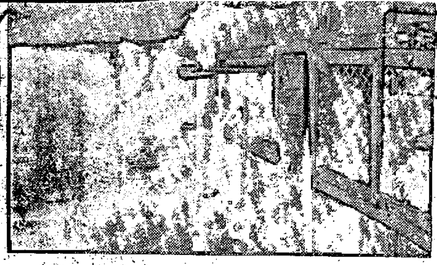

নারায়ণগঞ্জ : শতাধিক বছরের প্রাচীন দেওভোগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ অবস্থা —ইত্তেফাক

অর্থ, শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষকের অভাব ॥ স্কুল গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা

আর্থিক সংকট, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব, শিক্ষক স্বল্পতা, একশ্রেণীর শিক্ষকের কর্তব্যে অবহেলা, জরাজীর্ণ গৃহ ইত্যাদি কারণে বিভিন্ন এলাকার বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া ব্যাহত হইতেছে।

সন্দ্বীপ

সন্দ্বীপের সংবাদদাতা জানান, সন্দ্বীপে ১০১টি প্রাইমারী স্কুল, ১৪১টি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, ২টি সরকারী স্কুলসহ ১৬টি হাইস্কুল, ৩টি জুনিয়র হাইস্কুল, ৩টি সিনিয়র মাদ্রাসা ও ১টি সরকারী ডিগ্রী কলেজ আছে। তন্মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানা সমস্যায় জর্জরিত। অর্থাভাবে বিভিন্ন বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত ও সংস্কার করা সম্ভব হইতেছে না। বেসরকারী হাইস্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র এবং শিক্ষা উপকরণের অভাব রহিয়াছে। নদীর ভাঙ্গনের মুখে কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অন্যত্র স্থানান্তর করিয়া কোন রকমে চালু রাখা হইলেও সেখানে শিক্ষার পরিবেশ নাই বলিলেই চলে।

পঞ্চগড়

পঞ্চগড়ের সংবাদদাতা জানান পঞ্চগড় জেলার বেসরকারী মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আর্থিক অনটনের মধ্যদিয়া কোন রকমে টিকিয়া আছে। প্রয়োজনীয় সরকারী সাহায্য ও মঞ্জুরীর অভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখা মুশকিল হইয়া পড়িয়াছে। জেলার অধিকাংশ হাইস্কুল, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগৃহ কাঁচা। কোথাও কোথাও খোলা আকাশের নীচে, গাছ তলায় অথবা কোন বাড়ীর বৈঠক খানায় ক্লাস চলে। অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ ও ব্লাক বোর্ডের অভাব এবং পানীয় জলের সমস্যা রহিয়াছে। কোন কোন স্কুল ও মাদ্রাসার নলকূপ অকেজো হইয়া রহিয়াছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকেরও অভাব রহিয়াছে।

বড়লেখা

মৌলভীবাজারের সংবাদদাতা জানান, বিভিন্ন সমস্যা বিশেষ করিয়া আর্থিক সমস্যার দরুন বড়লেখা উপজেলার ১৩টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় একেবারেই বন্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে। দীর্ঘ দিনেও স্কুলগুলি সরকারীকরণ করা হয় নাই। অধিকাংশ স্কুলগৃহ জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্কুলগুলিতে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা সরঞ্জাম নাই।

সিরাজদিখান

সিরাজদিখানের (মুন্সীগঞ্জ) সংবাদদাতা জানান, সিরাজদিখান উপজেলার ১০৪টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় ৪০টি স্কুলগৃহ পাকা। বাকীগুলি কাঁচা ও আধা পাকা। বহু স্কুল গৃহের চাল দিয়া পানি পড়ে। কোন কোন স্কুল গৃহের দরজা, জানালা ও বেড়া নাই। শতকরা ৯০টি বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নাই। কোন কোন স্কুলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রহিয়াছে। কোন কোন স্কুলের এক শ্রেণীর শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তব্যে অবহেলার অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে।

সাতক্ষীরা

সাতক্ষীরার সংবাদদাতা জানান, সাতক্ষীরা জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮৫০টি। তন্মধ্যে সরকারী ৬০৩টি, রেজিষ্টার্ড ১৪৪টি ও নন রেজিষ্টার্ড ১০৩টি। অধিকাংশ স্কুলে প্রয়োজনীয় চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ, ব্লাক বোর্ড, ম্যাপ, চার্ট নাই। শতাধিক স্কুলগৃহের ছাদ ও দেয়াল ভাঙ্গিয়া পড়ার উপক্রম হইয়াছে। বৃষ্টির সময় অনেক স্কুলগৃহে ক্লাস করা যায় না। বহু স্কুলগৃহের দরজা জানালা নাই। বর্ষার সময় বহু

সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। কয়েকটি স্কুলের কোন ঘর এবং আসবাবপত্র নাই। সাতক্ষীরা পৌর এলাকার সরকার পাড়া প্রাথমিক সরকারী বিদ্যালয়ে ৪ জন শিক্ষক থাকিলেও স্কুলগৃহের কোন চিহ্ন নাই। স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র ৩০ জন। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে কোন ছাত্র-ছাত্রী নাই। বিভিন্ন উপজেলায় এই ধরনের একাধিক স্কুল আছে।

রূপগঞ্জ

রূপগঞ্জের সংবাদদাতা জানান গত বছর ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত রূপগঞ্জ উপজেলার বাঘ বেড়, গোয়ালপাড়া, ছনিবাড়িয়ারটের ও ইউসুফগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয় দীর্ঘদিনেও মেরামতের ব্যবস্থা হয় নাই। এদিকে উপজেলার নগরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিনের ফুটা দিয়া বৃষ্টির পানি পড়ে। বিদ্যালয়ের মাটির দেয়ালে ফাটলের সৃষ্টি হইয়াছে। পার্টিশন নাই। প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব রহিয়াছে।

আদিতমারী উপজেলার ২টি স্কুল

লালমনিরহাটের সংবাদদাতা জানান, দুই বছর পূর্বে ঝড়ে বিধ্বস্ত আদিতমারী উপজেলার হাজীগঞ্জ জুনিয়র হাইস্কুল ও তৎসংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়টি আজও মেরামত করা হয় নাই। ফলে খোলা মাঠে অথবা গাছ তলায় ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস করিতে হয়।

বিনায়েকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

পাবনার সংবাদদাতা জানান উল্লাপাড়া উপজেলায় বিনায়েকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাদ ধসিয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছে। বিদ্যালয়ের চারিদিকের দেয়াল ফাটিয়া গিয়াছে। প্লাষ্টার খসিয়া পড়িতেছে। সামান্য বৃষ্টিতেই ছাদ দিয়া পানি পড়ে। স্কুলে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণের অভাব রহিয়াছে।

গৌরীচন্না সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

বরগুনার সংবাদদাতা জানান, বরগুনা সদর উপজেলার গৌরীচন্না সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের দেয়াল ও ছাদে ফাটল ধরিয়াছে। ছাদের প্লাষ্টার খসিয়া ইতিপূর্বে কয়েকজন শিক্ষক আহত হন।

রুদ্রকর নিলমনি হাইস্কুল

শরীয়তপুর হইতে জনৈক সংবাদদাতা জানান, শরীয়তপুর সদর উপজেলার রুদ্রকর নিলমনি উচ্চ বিদ্যালয় ভবনের ছাদে ফাটল ধরিয়াছে। বৃষ্টির সময় পানি পড়ে। স্কুল ভবনটি ধসিয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছে। স্কুলে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, খেলাধুলার সাজ সরঞ্জাম ও বিজ্ঞান গবেষণাগারে যন্ত্রপাতির অভাব রহিয়াছে। ছাত্রাবাস ও মিলনায়তনের সুব্যবস্থা নাই।

নলিন নঈমউদ্দীন হাইস্কুল

গোপালপুরের (টাঙ্গাইল) সংবাদদাতা জানান, ১৯৪৬ সালে প্রতিষ্ঠিত নলিন নঈমউদ্দীন উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় চেয়ার, বেঞ্চ ও অন্যান্য আসবাবপত্র এবং শ্রেণীকক্ষের অভাব রহিয়াছে। '৬২ সালে নির্মিত মূল ভবনটি অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। ভবনের ছাদ চুয়াইয়া পানি পড়ে। দেয়ালে ফাটল ধরিয়াছে। ভবনটি ধসিয়া পড়ার আশংকা দেখা দিয়াছে।

অর্থ প্রদানে গড়িমসির অভিযোগ

নারায়ণগঞ্জের সংবাদদাতা জানান, নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সাড়ে ৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইলেও বরাদ্দকৃত অর্থ প্রদানে গড়িমসি করা হইতেছে বলিয়া গত ৬ই জুলাই প্রাপ্ত সর্বশেষ খবরে জানা গিয়াছে।

১১টি স্কুল সরকারীকরণ

বান্দরবানের সংবাদদাতা জানান, চলতি বছর বান্দরবান পার্বত্য জেলায় ১১টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হইয়াছে।